3

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 29 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ... ৭ ...

ছাত্রী উপবৃত্তি প্রসঙ্গে

তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোর দারিদ্র্যের অন্যতম একটি কারণ হলো অধিক নিরক্ষর ও অদক্ষ জনসমষ্টি। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নানান কুসংস্কারের কারণে নারীদের প্রায় ৯০ ভাগই নিরক্ষর ও অদক্ষ। নারীসমাজকে নিরক্ষর ও অদক্ষ রেখে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়, এই বোধ থেকে সাবেক ও বর্তমান সরকার নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে 'ছাত্রী, উপবৃত্তি' চালু করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করে। এই নীতিমালার একটি হলো কোনো ছাত্রীকে উপবৃত্তি পেতে হলে বছরের স্কুল কর্মদিবসের ৭৫% দিন বিদ্যালয়ে হাজির থাকতে হবে এবং প্রত্যেক পরীক্ষার মোট নম্বরের ৪৫% পেতে হবে।

আমাদের গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আইনটি খুব একটা কার্যকর বলে মনে হয় না। গ্রামের কোনো মেয়ের পক্ষে কর্মদিবসের ৭৫% দিন হাজির হওয়া ও মোট নম্বরের ৪৫% অর্জন সহজে সম্ভব নয়। ফলে কি হয়? প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার জন্য ও সামাজিক চাপে স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনিয়মের আশ্রয় নিতে হয়। একজন ছাত্রী স্কুলে না এলে বা পরীক্ষা না দিলেও তাকে খাতা-কলমে ৭৫% দিন হাজিরা ও পরীক্ষায় ৪৫% নম্বর দিতে হয়। এই সুযোগে কিছু অসৎ ব্যক্তি প্রজেক্টের অর্থ আত্মসাতের সুযোগ পাচ্ছে।

তাই আইনটি বলবৎ থাকলে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, অপরদিকে অসৎ ব্যক্তিরা জাতীয় অর্থ অবৈধভাবে গ্রহণের সুযোগ পাবে।

তাই শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইন্তাজুল ইসলাম
সিনিয়র বিজ্ঞান শিক্ষক
ডাহুরপুর হাইস্কুল
বাঘার পাড়া, যশোর।